KOTSHILA POLICE STATION, PURULIA (W.B.) Dt.........

W.B. Form No. 27

FIRST INFORMATION REPORT

453

First Information of a cognizable crime reported under section 154 Cr. P. C. at PS.

1. Dist. Purulia Sub Divn. Jhalda P.S. Kotshila Year 2018 FIR No. 03/18 Date 11/01/18
2. i) Act IPC Sections 498A/34 ii) Act .... Sections ....
   iii) Act .... Sections — iv) Other acts & Sections 3/4 D. P Act.
3. a) General Diary Reference : Entry No. 391 Time 12:45hrs
   b) Occurrence of Offence : Day Since after her marriage i.e on 13.05.17
   c) Information received Date 11/01/2018 Time 12:45hrs G.D. No. 391 at the P. S.
4. Type of Information : Written/Oral Written (Typed)
5. Place of Occurrence : a) Direction and Distance from P.S. Approx 2 KM North from PS.
   b) Address In the house of Manoranjan Karmakar at Vill-Kachahatu, PS-Kotshila, Dist-Purulia Beat No. Anchal no-V, JL no-234
   c) In case outside limit of this Police Station, then the name of P. S. .... District ....
6. Complainant / Informant :
   a) Name : Bijala Karmakar
   b) Father's / Husband's Name Magaram Karmakar
   c) Date / Year of birth 19 Yrs d) Nationality Indian
   e) Address : Vill - Penra, PS- Kenda, Dist-Purulia
7. Details of known/suspected/unknown/accused with full particulars
   (Attach separate sheet, if necessary) : Accd persons —
   ① Manoranjan Karmakar @ Lattu, S/o- Surjakanta Karmakar,
   ② Surjakanta Karmakar, S/o- Laxman Karmakar,
   ③ Smt. Laxmi Karmakar, W/o- Surjakanta Karmakar,
   ④ Shakti Karmakar, S/o- Laxman Karmakar,
   ⑤ Arun Karmakar, S/o- Laxman Karmakar,
   ⑥ Santosh Karmakar, S/o- Laxman Karmakar,
   ⑦ Smt. Budhun Karmakar, W/o- Not mentioned
   ⑧ Aunt-in-law (Name not known), W/o- Shaktipada Karmakar,
   ⑨ Buddheswar Karmakar, S/o- Surjakanta Karmakar,
   ⑩ Kanaklata Karmakar, D/o- Surjakanta Karmakar,
   ⑪ Basanti Karmakar, D/o- Shaktipada Karmakar
   All of Vill-Kachahatu, PS-Kotshila Dist-Purulia
8. Reasons for delay in reporting by the complainant/Informant —
9. Particulars of properties stolen/involved : (Attach separate sheet, if required) —
10. Total value of properties stolen/involved : —
11. Inquest report / U.D. Case no., if any : —
12. FIR Contents : (Attach separate sheets, if required)
    The original written complaint which is treated as FIR is enclosed herewith.

    (Signature) 11/01/18 Officer-in-Charge Kotshila P.S. Dist.-Purulia

13. Action taken : Since the above report reveals commission of offence(s) u/s 498A/34 IPC & 3/4 D.P. Act
    ....
    registered the case and took up the investigation/directed ASI G. Lohar to take up the investigation/transferred to P. S. .... on point of jurisdiction. FIR read over to the Complainant/Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the Complainant/Informant free of cost.

(Signature) 11/01/18

Signature of the Officer-in-Charge, Police Station with Officer-in-Charge Kotshila P.S. Dist.-Purulia

বিজলা কর্মকার

Signature/Thumb impression of ...

Name : PALASH KUMAR BARIK

Rank : SI OF POLICE

POLICE

প্রতি

ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, কোটশিলা থানা
জেলা-পুরুলিয়া(প:ব:)।

মহাশয়,

আপনার নিকট আমার বিনীত নিবেদন আমি শ্রীমতী বিজলা কর্মকার , বয়স-১৯ বৎসর, বর্তমানে শ্বশুর বাড়ির লোকেদের দ্বারা প্রচন্ড ভাবে শারিরীক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হইয়া আমার বাবা, মাগারাম কর্মকারের আশ্রয়ে, গ্রাম-পেঁড়রা, থানা-কেন্দায় , কায়ক্লেসে জীবন অতিবাহিত করিতেছি । গত ১৩।৫।১৭ তারিখ , বাংলা-২৯ শে বৈশাখ ১৪২৪ সাল, আমার বাবা সম্বন্ধ করিয়া পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত কোটশিলা থানা অধীন কচাহাতু গ্রামের সূর্যকান্ত কর্মকারের ছেলে মনোরঞ্জন কর্মকার ওরফে কর্মকার ওরফে লাল্টুর সঙ্গেঁ আমার বিবাহ দেন । বিবাহে মধ্য পাত্র-পক্ষের দাবী অনুযায়ী আমার বাবা নগদ-১ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা , ২৫ - হাজার টাকার সোনা ও রুপার গয়না, পালং সেট, যার মূল্য-২০ হাজার , আলমারী ৮ হাজার টাকা ৪৫ হাজার টাকার ওয়েলডিং জন্য ও অন্যান্য যাবতীয় আসবাব পত্র ও গৃহস্থানীয় বাসন-কোসন দেন , যেগুলির মূল্য ৪৫,০০০।-টাকা । বিবাহের পরে আমি শ্বশুর বাড়িতে থাকিতে শুরু করি তার কয়েক দিন পর হইতেই অর্থাৎ ১৪২৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে আমার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা , অর্থাৎ আমার স্বামী মনোরঞ্জন ওরফে লাল্টু, শ্বশুর সূর্যকান্ত কর্মকার , পিতা লক্ষ্ম কর্মকার, শাশুড়ি-লক্ষী কর্মকার স্বামী সূর্যকান্ত কর্মকার শ্বশুরের তিন ভাই শক্তি-কর্মকার ও অরুন কর্মকার ও সন্তোষ কর্মকার সকলের পিতা লক্ষ্ম কর্মকার, খুড় শাশুড়ি -বুধুন কর্মকার, অপর খুড়-

শাশুড়ি যাহার নাম আমি জানি না, যিনি শক্তিপদ কর্মকার এর স্ত্রী আমার দেওর, বুদ্ধেশ্বর, পিতা সূর্য্যকান্ত কর্মকার, আমার অপর দুই ননদ, কনকলতা কর্মকার, পিতা সূর্য্যকান্ত এবং বাসন্তী কর্মকার পিতা শক্তিপদ কর্মকার সকলে মিলিয়া আমার উপর কারনে অকারনে মানসিক ও শারিরীক অত্যাচার শুরু করে। উক্ত আসামীরা সকলে মিলিয়া জ্যৈষ্ঠ মাস, ১৪২৪ হইতে আমাকে পুনরায় বাপের বাড়ি হইতে ৫০,০০০।- টাকা আনিতে আদেশ করে। আমি অপারগ হইলে আমার স্বামী সহ অন্যান্য আসামীরা, আমার গায়ে হাত তুলিতে শুরু করে। মাঝে-মধ্যেই আমার খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করিয়া দিত, আমার চরিত্র সম্পর্কে অকথা-কুকথা বলিত ও রাতের বেলায় ঘর হইতে বাহির করিয়া দিত। গত আষাঢ় মাস ১৪২৩ সালে, আমার পিতা খবর পাইয়া আমার শ্বশুর বাড়ি আসে। ঘটনা গ্রামীন পঞ্চায়েতে, জানাইলে যেহেতু আমি ও আমার বাবা ওখানে বহিরাগত, তাই পঞ্চায়েত-এর মৌখিক মধ্যস্থতায় তথা যেহেতু আসামীরা অনেক লোক তাই পঞ্চায়েতের অনুরোধে, আমি শ্বশুর বাড়িতে থাকি। কিন্তু আমার স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি, দেওর, ননদেরা, খুড় শ্বশুরগন, ও খুড় শাশুড়িয়া পুনরায় আমার উপর নুতন অত্যাচার চালাইতে থাকে, কখনো আমার রান্নায় বেশী নুন দিয়া, কখনো খাবারের সঙ্গে কিছু মেশাইয়া আমাকে না খাটাইবার তথা শারিরীক অত্যাচার ও মারধোর করিবার ফন্দি করিতে থাকে। গত ৩১ শা শ্রাবন ১৪২৪ সাল মনসা পূজার রাতে আমাকে সকলে মিলিয়া মারধর করিয়া

(পরের পাতায়)

তাড়াইয়া দেয়, তখন আমার বাবা আসিয়া, আমাকে বাপের বাড়ি লইয়া যায়। ৩০ শে আশ্বিন, ১৪২৪ সাল আমার বাবা পুনরায় কালী পূজার আগে আমাকে লইয়া আমার শ্বশুর বাড়িতে আসে এবং কচাহাতু গ্রামের পঞ্চপ্রধান ও পঞ্চায়েতের সদস্য এর উপস্থিতিতে, আসামীরা আমাকে ভালো ভাবে মর্যাদার সঙ্গে রাখিব বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলে, আমি পুনরায় শ্বশুর বাড়িতে স্বামীর সঙ্গে থাকিতে শুরু করি। কিন্তু তখন আসামীরা আমাকে না খাটাইবার জন্য নুতন কৌশল শুরু করে, আমার স্বামী প্রতি রাত্রে নেশা-গ্রস্ত ঘরে আসিয়া আমাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিত, ও মারধোর করিত, অন্য আসামীরা সবাই বলত, 'প্রানে মেরে বুলিয়ে দে তোর আমরা অন্য জায়গায় বিবাহ দিব। এই ভাবে কোনোক্রমে ৪ অগ্রহায়ন ১৪২৪ সাল পর্যন্ত থাকি ও সমস্ত আসামী-দের মিলিত ভাবে আমাকে প্রানে মারিবার চক্রান্ত, আমার কানে আসে, আমি নিজের প্রান বাঁচাইবার জন্য এক কাপড়ে পালিয়ে বাপের বাড়িতে আছি। বাপের বাড়ি হইতে আজ কোটশিলা থানায় অভিযোগ জানাইতেছি। আসামীরা এখনও আমাকে বাইরে পেলে মেরে ফেলব হুমকি দিচ্ছে, ও ফোনে গালি-গালাজ ও চরম ক্ষতির শাসানি দিচ্ছে। যাতে আমি চরম আতংকিত, দোষী ব্যক্তি-দের বিরুদ্ধে চরম শাস্তির বিহিত ব্যাবস্থা গ্রহনে মর্জি হউন।

ইতি
বিনীতা-
বিজলা কর্মকার
(বিজলা কর্মকার)

Received on 11/01/18 at 12:45hrs at PS and Stamped Kotshila PS case no- 03/18 Dtd- 11/01/18, U/S- 498A/34 IPC & 3/4 D.P Act.

[signature] 2018.